সমকাল

তারিখ 08 OCT 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

মাধ্যমিকে খাতা দেখায় গাফিলতি
শিক্ষার্থীদের ক্ষতি কে পূরণ করবে?

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কাছে বকুনি খায়। কেউ কেউ পিটুনি খায়। পরীক্ষায় কেমন নম্বর মিলবে, সেটা নিয়ে উদ্বেগ থাকে এমনকি সেরা ছাত্রছাত্রীদেরও। এই শিক্ষকরা যখন শিক্ষা বোর্ড থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পান এবং যার সন্তোষজনক জবাব না মিললে শাস্তির শঙ্কা থাকে, তেমন খবরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে খুশির ভাব সৃষ্টি হতেই পারে। কিন্তু যে কারণে শিক্ষকদের প্রতি এমন নোটিশ, তার পেছনে আছে চরম দায়িত্বহীনতা ও অবহেলা। শনিবার সমকালে 'খাতা দেখায় অজস্র ভুল' শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় খাতা দেখায় অবহেলার অভিযোগে ৭২ শিক্ষককে ৪ অক্টোবর কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। জবাব সন্তোষজনক না হলে পরীক্ষা কার্যক্রম থেকে বহিষ্কার এবং এমপিওভুক্তি স্থগিত হতে পারে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র, দেখেছেন, এমন কিছু শিক্ষকও এ ধরনের নোটিশ পাবেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষা বোর্ডের পদস্থ ব্যক্তিরা। অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায়ও এমন অবহেলার প্রমাণ মিলেছে। নোটিশ পাওয়া একেকজন শিক্ষক যদি গড়ে তিনশ' করে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে থাকেন, তাহলে ২১ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর ক্ষতি হওয়ার শঙ্কা। উত্তরপত্র ঠিকভাবে মূল্যায়ন না করার জন্য শিক্ষককে যদি সর্বোচ্চ শাস্তিও দেওয়া হয়, তাতে শিক্ষার্থীদের কী লাভ, এ প্রশ্ন সঙ্গত। এমনও নয় যে, কেবল ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উত্তরপত্রের একটি অংশ যথাযথভাবে মূল্যায়ন হয়নি, অন্য বোর্ডগুলোতেও হয়েছে। কিছু শিক্ষকের এ ধরনের অবহেলার কারণে শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে, সেটা পূরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলো কি কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে পারে না? ভালো পরীক্ষা দিয়েও যারা প্রত্যাশিত ফল লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের কী সান্ত্বনা? চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় বলা হয়েছিল, নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির কারণে উত্তরপত্র মূল্যায়নে ভুলভ্রান্তি কম হয়েছে। কিন্তু ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষই বলছে, অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে। আমরা আশা করব, যাদের গাফিলতি-দায়িত্বহীনতার কারণে পরীক্ষার্থীদের ক্ষতি হয়েছে, তাদের প্রতি কোনো অনুকম্পা নয়। শিক্ষা বোর্ডগুলোর অবশ্যই এ প্রশ্নে কঠোর মনোভাব নিতে হবে। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ভুল না হয়, সে জন্য শিক্ষকদের অবশ্যই সচেতন ও দায়িত্বশীল করে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের সংগঠনের নেতৃত্বেরও দায়িত্ব রয়েছে বলে আমরা মনে করি। অভিযুক্ত শিক্ষকদের কেউ বলছেন, অল্প সময়ের মধ্যে অনেক উত্তরপত্র দেখতে হয় বলেই সমস্যা হয়। সময় বাড়িয়ে দিয়ে এ সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। বরং এ অবস্থায় শিক্ষা বোর্ডকে বরং পরীক্ষক বাড়ানোর বিষয় ভাবতে হবে।